## বিজ্ঞান মনস্ক পরিবেশ গড়ি  বিজ্ঞান ভীতি দূর করি

# মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন (পি.এস.ই) প্রকল্পের
# “সিসিবিবিভিও-বিএফএফ আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা ২০১৪”-এর প্রতিবেদন

**স্থানঃ পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয় ফুটবল মাঠ, তারিখঃ ২৯ নভেম্বর, ২০১৪, শনিবার**

**আয়োজনে:**
**পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়, গোদাগাড়ী, রাজশাহী**

**অংশগ্রহণে:**
**বিজ্ঞান ক্লাবসমূহ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী**

**সহায়তায়:**
**সিসিবিবিভিও, রাজশাহী ও**
**বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন(বিএফএফ) ঢাকা**

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের
"সিসিবিভিও-বিএফএফ আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা ২০১৪"র

## প্রতিবেদন

স্থানঃ পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয় ফুটবল মাঠ
তারিখঃ ২৯ নভেম্বর, ২০১৪, শনিবার


প্রতিবেদন প্রকাশকাল
১৫ ডিসেম্বর, ২০১৪

প্রতিবেদন তৈরী
মোঃ নিরাবুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী,
পিএসই প্রকল্প, সিসিবিভিও,

কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতায়
সুমন মার্ডী, হিসাবরক্ষক, সিসিবিভিও

সম্পাদনা
মোঃ সারওয়ার-ই-কামাল
নির্বাহী প্রধান, সিসিবিভিও, রাজশাহী

প্রকাশক
সেন্টার ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ ভলান্টারী অর্গানাইজেশন
(সিসিবিভিও)
মহিষবাথান, রাজশাহী কোর্ট, রাজপাড়া,
রাজশাহী-৬২০১ কর্তৃক প্রকাশিত।


## সূচীপত্র


০১. ভূমিকা

০২. অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের নিবন্ধন

০৩. অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের স্টল সাজানো

০৪. জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অনুষ্ঠানের উদ্বোধন

০৫. অংশগ্রহণকারী  ও অতিথিবৃন্দের র‌্যালী

০৬. অতিথিবৃন্দের স্টল পরিদর্শন

০৭. সভাপতি ও অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ

০৮. মেলা আয়োজক বিদ্যালয়ের পক্ষে স্বাগত বক্তব্য

০৯. বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষে বক্তব্য

১০. প্রকল্প ও বিজ্ঞান মেলা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান

১১. প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দের বক্তব্য

১২. সভাপতির বক্তব্য

১৩. অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের দুপুরের আহার

১৪. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১৫. পুরস্কার বিতরনী ও সমাপনী

১৬. মূল্যায়ন

১৭. পেপার কাটিং

**ভূমিকাঃ**

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন(পি.এস.ই) প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী জেলাধীন গোদাগাড়ী উপজেলার পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের আয়োজনে এবং গোদাগাড়ী উপজেলার ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ক্লাবসমূহ, প্রকল্পের বাইরের ৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১টি কমিউনিটি বিজ্ঞান ক্লাবের অংশগ্রহণে গত ২৯ নভেম্বর, ২০১৪, তারিখ সকাল ১০ টায় উপজেলার পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয় ফুটবল মাঠে "সিসিবিভিও-বিএফএফ আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা-২০১৪" অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি আয়োজনে সহায়তা করে সেন্টার ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ ভলান্টারী অর্গানাইজেশন (সিসিবিভিও), রাজশাহী এবং বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন (বিএফএফ), ঢাকা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধুরী, এম.পি.রাজশাহী-১ ( গোদাগাড়ী-তানোর)। বিশেষ অতিথি ছিলেন নূর হামিম রিজভী (বীর প্রতীক, গোদাগাড়ী, রাজশাহী), মো.আব্দুস সামাদ মন্ডল (ভাইস প্রিন্সিপাল, টিটি কলেজ, রাজশাহী), মোঃ সোহেল হোসেন (উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী), সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী (নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন, ঢাকা), আব্দুল মজিদ (মেয়র, কাকনহাট পৌর সভা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী), মোঃ আব্দুর রশিদ (সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামী লীগ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী), আ.ন.ম ওয়াহেদুল আলম জুম্মা, (সভাপতি, পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়) গোদাগাড়ী, রাজশাহী)।

অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আব্দুর রহিম ও মোঃ আবুল কালাম আজাদ পালপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ মুক্তার হোসেন প্রেমতলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ নুরুল ইসলাম বিড়ইল উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ মাইনুল ইসলাম সোনাদিঘী উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ শরিফুল ইসলাম গুনিগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর বলিয়া ডাইং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ এনামূল হক কদমশহর উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ আঃ সালাম গোগ্রাম স্কুল এন্ড কলেজ, মোঃ এজাজুল হক কাকনহাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, মোঃ জালাল উদ্দীন কাকনহাট ফাজিল মাদ্রাসা, মোসাঃ ফোজিয়ারা বেগম ভাটোপাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ আনোয়ার হোসেন, উত্তরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মনোয়ারা বেগম প্রেমতলী সুকবাসিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ হোসেন আলী আই হাই উচ্চ বিদ্যালয়। আরো উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ৭ জন শিক্ষক।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মোঃ ফিরোজ আহমেদ গোদাগাড়ী স্কুল এন্ড কলেজ, মোঃ আশরাফুল মাসুদ ও হাসিনা ফেরদৌস ভাটোপাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ জামিউল হক, মোসাঃ সমরেখা বেগম, মোসাঃ ফরিদা খাতুন ও মোঃ ওবাইদুল হক পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ জিন্নত আলী, হালিমা খাতুন ও মোঃ মিলন উত্তরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ রমজান আলী, দারুল ইসলাম ও মোসাঃ আয়েশা খাতুন প্রেমতলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ আরাফুল হক প্রেমতলী সুকবাসিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ আরিফুল ইসলাম ও মোঃ মিনারুল ইসলাম সোনাদিঘী উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ মুজাম্মেল হক ও মোঃ মতিউর রহমান রাজাবাড়ী হাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ মামুনুর রশিদ, নাসির হোসেন, রবিউল ইসলাম, মোফাজ্জল হক ও মোঃ ফারুক হোসেন বলিয়া ডাইং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ আব্দুল-াহ কদমশহর উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ আব্দস সাত্তার গোগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ আব্দুল লতিফ গোগ্রাম আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়, মোঃ মুখলেশুর রহমান ও মোঃ নাইমূল ইসলাম কাকনহাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, মোঃ মফিজুর রহমান কাকনহাট ফাজিল মাদ্রাসা, মোঃ নুরুল হুদা চব্বিশনগর উচ্চ বিদ্যালয়।

আরও উপস্থিত ছিলেন সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের পক্ষে মোঃ সারওয়ার-ই-কামাল, সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাহী প্রধান, সিসিবিভিও।

মোঃ শাহ নেওয়াজ, সভাপতি, পিএইচএস বিজ্ঞান ক্লাব, পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

অনুষ্ঠান উপস্থাপন ও পরিচালনা করে আসিফ ইকবাল ও সোনিয়া আক্তার, পিএইচএস বিজ্ঞান ক্লাব, পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়।

**অনুষ্ঠানসূচী**

| | | |
|---|---|---|
| ০১ | নিবন্ধন | সকাল ০৯:০০- ১০:০০ |
| ০২ | স্টল সাজানো | সকাল ০৯:০০- ১০:০০ |
| ০৩ | উদ্বোধনী | সকাল ১০:১৫- ১০:৩০ |
| ০৪ | স্টল পরিদর্শন | সকাল ১০:৪০- ১১:৪০ |
| ০৫ | আলোচনা সভায় সভাপতি ও অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ | সকাল ১১:৪০- ১১:৫০ |
| ০৬ | স্বাগত বক্তব্য | সকাল ১১:৫০ : ১২:০০ |
| ০৭ | বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষে বক্তব্য | দুপুর ১২:০০ :১২:১০ |
| ০৮ | প্রকল্প ও বিজ্ঞান মেলা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা | দুপুর ১২:১০ :১২:২০ |
| ০৯ | প্রধান অতিথি ও অতিথিবৃন্দের বক্তব্য | দুপুর ১২:২০ : ০১:১০ |
| ১০ | সভাপতির বক্তব্য | দুপুর ০১:১০ : ০১:১৫ |
| ১১ | দুপুরের আহার | দুপুর ০১.১৫ : ০২.১৫ |
| ১২ | সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান | দুপুর ০২.৩০ : ০৩.৩০ |
| ১৩ | পুরস্কার বিতরনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান | দুপুর ০৩.৩০: ০৪.৩০ |

**অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের নিবন্ধনঃ**

গোদাগাড়ী উপজেলার ২৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধি ও বিদ্যালয় সমূহের বিজ্ঞান ক্লাবের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ মেলার শুরুতে পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয় ফুটবল মাঠে উপস্থিত হন এবং মেলার অংশগ্রহণকারী হিসাবে নিজেদের নিবন্ধিত করেন। এছাড়াও শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ১০, শাহ মুখদুম কলেজের ১৮জন ও মুলকি ডাইং কমিউনিটি বিজ্ঞান ক্লাবের ৭জনসহ সকলেই নিজেদের নিবন্ধিত করেন। নিবন্ধনে সহায়তা করেন পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পিএইচ এস বিজ্ঞান ক্লাবের ৫ জন সদস্য।

**অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের স্টল সাজানোঃ**

"সিসিবিভিও-বিএফএফ-আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলায়" অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞান ক্লাবসমূহ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রদর্শনী স্টল নিজ নিজ দায়িত্বে সাজিয়ে নেন। স্টলসমূহ সাজানোর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে সহায়তা করেন পিএইচএস বিজ্ঞান ক্লাবের ৩৫ জন সদস্য।

**অংশগ্রহণকারী ও অতিথিবৃন্দের র‌্যালীঃ**

অভ্যাগত অতিথিবৃন্দসহ অংশগ্রহণকারী প্রতিটি বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, ও দশনার্থী র‌্যালীতে অংশগ্রহণ করেন। র‌্যালীটি পিরিজপুর বাজার ঘুরে পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয় ফুটবল মাঠে গিয়ে শেষ হয়।

**জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অনুষ্ঠানের উদ্বোধনঃ**

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধুরী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ, শিক্ষকমন্ডলী, অভিভাবকগণ, দর্শনার্থী ও সকল অংশগ্রহণকারী নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত কণ্ঠমিলিয়ে পরিবেশন করেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে প্রধান অতিথি "সিসিবিভিও-বিএফএফ আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা-২০১৪"এর বেলুন উড়িয়ে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন ।

**স্টল পরিদর্শনঃ**

অভ্যাগত অতিথিবৃন্দসহ শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, দর্শনার্থী, অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী ও বিভিন্ন মিডিয়া প্রতিটি স্টল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শিত প্রজেক্ট সংখ্যা নিম্নরূপঃ

| ক্র:নং | বিদ্যালয়ের নাম | পরিদর্শিত প্রজেক্ট সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১. | গোগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় | ৭টি |
| ২. | পালপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ৫টি |
| ৩. | রাজাবাড়ী হাট উচ্চ বিদ্যালয় | ১৫টি |
| ৪. | রাজাবাড়ী হাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ৫টি |
| ৫. | বিড়ইল উচ্চ বিদ্যালয় | ৪টি |
| ৬. | বলিয়া ডাইং উচ্চ বিদ্যালয় | ৫টি |
| ৭. | গোগ্রাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ৬টি |
| ৮. | সোনাদিঘী উচ্চ বিদ্যালয় | ১২টি |
| ৯. | গুণিগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১০টি |
| ১০. | প্রেমতলী সুকবাসিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | ৬টি |
| ১১. | প্রেমতলী বলিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১৮টি |
| ১২. | উত্তরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ৭টি |
| ১৩. | পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ১২টি |
| ১৪. | ভাটোপাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১০টি |
| ১৫. | চব্বিশনগর উচ্চ বিদ্যালয় | ১৫টি |
| ১৬. | গোদাগাড়ী স্কুল এন্ড কলেজ | ৫টি |
| ১৭. | কদম শহর উচ্চ বিদ্যালয় | ৭টি |
| ১৮. | কাকন হাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ৯টি |
| ১৯. | কাকন হাট ফাজিল মাদ্রাসা | ১৪টি |
| ২০. | আই হাই উচ্চ বিদ্যালয় | ৭টি |
| ২১. | মুলকী ডাইং কমিউনিটি বিজ্ঞান ক্লাব | ৬টি |
| ২২. | প্রতিভা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৫টি |
| ২৩. | সেখের পাড়া উচ্চ বিদ্যালয় | ৭টি |
| ২৪. | হরিণ বিসকা উচ্চ বিদ্যালয় | ৫টি |
| ২৫. | পিরিজপুর আলিম মাদ্রাসা | ৫টি |
| মোট প্রজেক্ট | | ২০৭টি |

**সিসিবিভিও-বিএফএফ আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলার স্থির চিত্রঃ**

চিত্রঃ ১

চিত্রঃ ২

চিত্রঃ ৩

চিত্রঃ ৪

চিত্রঃ ৫

চিত্রঃ ৬

চিত্রঃ ৭

চিত্রঃ ৮

চিত্রঃ ৯

চিত্রঃ ১০

চিত্রঃ ১১

চিত্রঃ ১২

**চিত্র-১ :** বেলুন উড়িয়ে মেলার শুভ উদ্বোধন করছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথী জনাব আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধুরী।

**চিত্র-২ :**, সিসিবিভিও-বিএফএফ আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা-২০১৪, র‌্যালীতে অংশগ্রহণকারী।

**চিত্র-৩ :** স্টল পরিদর্শন করছেন ডেইলী ষ্টারের প্রতিনিধি আনোয়ার হোসেন হিমু।

**চিত্র-৪ :** মেলার অতিথিবৃন্দ।

**চিত্র-৫ :** প্রজেক্ট মূল্যায়ন টিম।

**চিত্র-৬ :** স্টল পরিদর্শন করছেন দর্শনার্থী।

**চিত্র-৭ :** পিএইচএস বিজ্ঞান ক্লাবের স্টল।

**চিত্র-৮ :** মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন প্রধান অতিথি ও অতিথিবৃন্দ।

**চিত্র-৯ :** অনুসন্ধান কেন্দ্র।

**চিত্র-১০ :** পুরস্কার গ্রহণ করছেন পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি আ ন ম ওয়াহেদুল আলম জুম্মা।

**চিত্র-১১ :** মেলার অতিথিবৃন্দ।

**চিত্র-১২ :** গম্ভীরা পরিবেশন করছেন।

## সভাপতি ও অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ:

অভ্যাগত অতিথিবৃন্দকে নিয়ে অনুষ্ঠানের সভাপতি আলোচনা সভায় অংশগ্রহনের জন্য আসন গ্রহণ করেন।

## মেলা আয়োজক বিদ্যালয়ের পক্ষে স্বাগত বক্তব্য:

**মোঃ মাহফুল আলম,** প্রধান শিক্ষক, পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়: তিনি বলেন, "সিসিবিভিও-বিএফএফ অন্ত:স্কুল বিজ্ঞান মেলা-২০১৪" আয়োজক বিদ্যালয়ের পক্ষে উপস্থিত প্রধান অতিথি, অতিথিবৃন্দ, শিক্ষক, অভিভাবক ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে তিনি তার বক্তব্যের শুরুতে বলেন আজকের এই মেলা আয়োজনে সহায়তা করার জন্য সিসিবিভিও ও বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানায়। এই মেলা শিক্ষার্থীদের মিলন মেলা। এই ধরণের মেলা আয়োজন করা খুবই জরুরী। সবার সহযোগিতা থাকলে আমরা নিজেরাই আন্ত:স্কুল বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করতে পারব। তিনি কৃতজ্ঞতা করেন স্থানীয়ভাবে যারা আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য করে এই বিজ্ঞান মেলা আয়োজনে উৎসাহিত করেছেন।

## বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষে বক্তব্য:

বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষে উপস্থিত অতিথি, শিক্ষক, অভিভাবক ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে জনাব **সারওয়ার-ই-কামাল** বলেন, ক্ষুধা ও দারিদ্রপিষ্ট বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সকল দারিদ্র হ্রাসকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে; তথাপি দারিদ্র যেন আমাদের ঘর থেকে বেরুতে চাচ্ছেনা। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে আমাদের বিপুল সংখ্যক জনসমষ্টির মৌলিক চাহিদা পূরনের জন্য যতটুকু পণ্য ও সেবা উৎপাদন করা প্রয়োজন তা আমরা জাতীয়ভাবে করতে সক্ষম হচ্ছি না। এই অসমর্থ্যতার পিছনের অন্যতম যে কারণটি বলা যায় তা হল, আমাদের দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিজ্ঞান মনস্ক দক্ষ কর্মীর অনুপস্থিতি, যা আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ব্যবহার করে কৃষি, শিল্প ও খনিজ সম্পদ ও সেবা উৎপাদনের অন্যতম অন্তরায়। ফলে আমাদের দেশের নূন্যতম চাহিদা পূরণে অর্থনৈতিক দারিদ্রের সাথে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা তথা বিজ্ঞান শিক্ষাও একই গতিতে দরিদ্রতর হচ্ছে। বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে, শিক্ষা সুযোগ নয় অধিকার। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম বিবেচনায় আমাদের সার্বিক শিক্ষার হার কিঞ্চিত বাড়লেও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার হার আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে যা বিভিন্ন গবেষণা তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষা মানের অবনতি এবং বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার কারণ হিসাবে বলা যায়: ▪ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির নিষ্ক্রিয়তা, ▪ অপর্যাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষক সংকট, ▪ নবীনদেরকে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা, ▪ ছাত্রদের নিকট বিজ্ঞান শিক্ষা ও পাঠ্যসূচী জটিল বোধ হওয়া, ▪ বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যয় অধিক বলে অভিভাবক ও নবীন শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি অনীহা, ▪ হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার অবকাঠামোগত ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সীমাবদ্ধতা, ▪ ব্যবহারিক শিক্ষায় বাস্তবসম্মত ও সহজবোধ্য পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা এবং পরীক্ষাগার সামগ্রীর স্বল্পতা।

ফলে দেশের বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি নির্ভর প্রতিষ্ঠানগুলি বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত বিজ্ঞান মনস্ক দক্ষ ও মেধাবী কর্মী থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যার কারণে দেশের সার্বিক উৎপাদন ও অর্থনীতিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে ও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য আমাদের অবশ্যই শিক্ষা তথা বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া জরুরী। আর এজন্য যেসব পদক্ষেপ প্রয়োজন তাহলো: ▪ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটিকে সক্রিয় করা ▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রধান সম্যাসমূহকে চিহ্নিত করা ও তা দূর করতে কাজ করা ▪ বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় নাগরিক সমাজকে শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির ও সার্বিক শিক্ষার মান উন্নয়নের কাজে অংশ নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ ▪ বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান মনস্ক পরিবেশের পক্ষে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে জনমত গঠন করা।

এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করলে যেসব ফলাফল আশা করা যায় তাহলো: ▪ বিজ্ঞান শিক্ষার গুনগত ও সেবার মান বাড়নোর জন্য কর্ম এলাকায় বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বিজ্ঞান অনুরাগী ও স্থানীয় নাগরিক সমাজ সংগঠিত হবে ▪ কর্ম এলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কাঠামোগত, পরিবেশগত, শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত কার্যক্রমের পরিকল্পনা গৃহীত ও বাস্তবায়িত হবে ▪ কর্মএলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বিজ্ঞান শিক্ষার পরিবেশে উলে- খযোগ্য সংখ্যক বিজ্ঞান শিক্ষার্থী পাঠভুক্তকরনে সক্ষম হবে ▪ কর্ম এলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মননশীল বিজ্ঞান মনস্ক মেধাবী শিক্ষার্থী গড়ে উঠবে ▪ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা অনুশীলন ও ব্যবহারিক সরঞ্জামাদির সরবরাহের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে ▪ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষে জাতীয় নীতিমালা তৈরীর সপক্ষে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে জনমত গড়ে উঠবে।

এসব প্রত্যাশা সামনে রেখে বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে সিসিবিভিও রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এইকাজে আপনাদের সার্বিক সহায়তা কামনা করে তিনি তার বক্তব্য সমাপ্তি টানেন।

**প্রকল্প ও বিজ্ঞান মেলা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা:**

প্রকল্প ও বিজ্ঞান মেলা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা নিয়ে আলোচনাকালে প্রকল্প সমন্বয়কারী **মোঃ নিরাবুল ইসলাম নিরব** বলেন, শিক্ষা নাগরিকের মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশে এর গুরুত্ব এ কারণে বেশি যে, বিপুল জনসংখ্যাকে এখানে শিক্ষার আলোয় মানব সম্পদে রূপান্তরের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। যে স্বল্প পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ এদেশে রয়েছে তাকে লাগসই পথে সর্বোচ্চ মাত্রায় কাজে লাগানোর জন্যও প্রয়োজন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির যথার্থ চর্চা। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার অভাবে বাংলাদেশ ক্রমে অদক্ষ শ্রমিকের দেশে পরিণত হচ্ছে। ফলে বিশ্বজুড়ে নিত্যদিনের প্রযুক্তিগত বিকাশে খাপ খাওয়াতে না পেরে বাংলাদেশ প্রতি মুহূর্তে পিছিয়ে পড়ছে।

অন্যদিকে, এরূপ বাস্তবতাতেও নাগরিকদের শিক্ষিত মানব সম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ উদ্যোগ এখনো যথেষ্ট নয়। যদিও সবাই এখানে জাতি গঠনে শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্ব স্বীকার করছেন, কিন্তু স্বাধীনতার চার দশক পরও জ্ঞানগত ও অবকাঠামোগত দুর্বলতায় শিক্ষাখাতের অবস্থা নাজুক। অতি সম্প্রতি নতুনভাবে একটি শিক্ষানীতি অনুমোদিত ও চালু হয়েছে-যদিও বিতর্ক তার পিছু ছাড়ছে না।

জাতীয় শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসাবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা প্রদান করা হবে। এ নীতির বিজ্ঞান শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়েছে, বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তি শিক্ষা এবং মানবিক শিক্ষার যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের একটি যে অন্যটির পরিপূরক এই বিষয়টি মাথায় রেখে একটা সমন্বিত শিক্ষার অংশ হিসেবে বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হবে। আবার মাধ্যমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে কৌশল হিসেবে বলা হয়েছে, ব্যবহারিক ক্লাশ ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষা অর্থহীন বলে মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান ও গণিতের প্রতিটি শাখায় নিয়মিত ব্যবহারিক ক্লাশের ব্যবস্থা করা হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার যথাযথ মূল্যায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে, যেন শিক্ষার্থীদের ঢালাওভাবে নম্বর দেয়ার সুযোগ না থাকে। শিক্ষার্থীদের কাছে বিজ্ঞান এবং গণিতকে আকর্ষণীয় করার জন্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে বাৎসরিক ক্রীড়া বা সাংস্কৃতিক সপ্তাহের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান মেলা বা গণিত অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হবে। জাতীয় পর্যায়েও বিজ্ঞান মেলা বা গণিত অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হবে। এই লক্ষ্যেই একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে সিসিবিভিও অত্র গোদাগাড়ী উপজেলায় ২০টি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় “মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞন শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প” বাস্তবায়ন করছে। অত:পর তিনি প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, চ্যালেঞ্জসমূহ ও কার্যক্রম তুলে ধরেন।

**প্রকল্পের লক্ষ্য:**

বিজ্ঞান শাখায় শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার পেছনের নানামূখী সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বিজ্ঞান ক্লাব গঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা এ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য। এ ক্লাবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তাদের প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান উপকরণ তৈরি করে বা সংগ্রহ করে নিজেদের মেধা বিকাশে উদ্যোগী হয়।

**প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ:**

- বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার মানোন্নয়ন করা
- বিজ্ঞান ভীতিদূর করে বিজ্ঞান চর্চাকে শিক্ষার্থীদের মাঝে জনপ্রিয় করে তোলা
- শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান মনস্ক করে তোলা
- শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবিত উপকরণের মাধ্যমেই নিজ নিজ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগারের ভৌত সুবিধাদি গড়ে তোলা
- সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করার মাধ্যমে বৃহত্তর পরিসরে তাদের উদ্ভাবনগুলোকে তুলে ধরা।

**প্রকল্পের উপকারভোগী:**

প্রকল্পের সরাসরি উপকারভোগী হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠনসমূহের ছাত্র-ছাত্রী। পরোক্ষ উপকারভোগী হবে প্রাক্তন ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক, বিজ্ঞান অনুরাগী ও স্থানীয় নাগরিক সমাজ।

**প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ এবং চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার কৌশলসমূহ:**

| ক্র নং | প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ | চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কৌশলসমূহ |
|---|---|---|
| ০১ | বিজ্ঞান শিক্ষার সপক্ষে ম্যাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা গড়ে তোলা। | • মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে সক্রিয় হতে সহায়তা করা।<br>• মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক, স্থানীয় নাগরিক সমাজ ও বিজ্ঞান অনুরাগীদের সংগঠিত হতে সহায়তা করা।<br>• মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন কার্যক্রমে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিভাগসমুহকে সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করা। |
| ০২ | বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করা। | • মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সক্রিয় বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তুলতে সহায়তা করা।<br>• বাস্তবমূখী বিজ্ঞান শিখন ও ব্যবহারিক পরীক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পাঠ্যক্রমকে সহজতর করতে সহায়তা, যেন শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান পাঠে আগ্রহী হয়ে উঠে।<br>• বিজ্ঞানমনস্ক চেতনা বিকাশের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আন্তঃ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদির আয়োজনে সহায়তা করা। |
| ০৩ | বিজ্ঞান মনস্ক ও সহায়ক পরিবেশ গঠন করা। | • বিজ্ঞান শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ শিক্ষক গঠনে সহায়তা করা।<br>• মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বিজ্ঞান শিক্ষা উপযোগী শ্রেণীকক্ষ ও ব্যবহারিক পরীক্ষাগার গঠনে শিক্ষকমন্ডলী ও ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে উদ্বুদ্ধ করা।<br>• সহজতর বিজ্ঞান শিখন ও ব্যবহারিক পরীক্ষার বিষয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, স্থানীয় নাগরিক সমাজ ও বিজ্ঞান অনুরাগীদের নিয়ে আলেচনা সভার আয়োজন করা, যেন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সামাজিক বাতাবরণ গড়ে উঠে। |

**প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম:**

১. মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক, বিজ্ঞান অনুরাগী , অভিভাবক ও স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

- অভিভাবক ও ম্যানেজমেন্ট কমিটির সাথে সভা।
- ছাত্র, শিক্ষক, বিজ্ঞান অনুরাগী,অভিভাবক ও স্থানীয় নাগরিক সমাজ প্রতিনিধিদের নিয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বিজ্ঞান অনুরাগী, স্থানীয় নাগরিক সমাজ ও সাংবাদিকদের সংগঠিত করার জন্য নিয়মিত আলোচনা সভা।
- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের প্রচার মাধ্যমের ও বিশিষ্ট নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি নিয়ে সেমিনার।

২. মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তুলা।

- শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান বিষয়ে সংগঠিত করে তোলার জন্য নিয়মিত সভা।
- স্বল্পমূল্যের বৈজ্ঞানিক কিট-এর মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহারিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।
- আলোচনা সভা ও বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাণ, উপজেলা, জেলা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠাণের শ্রেণীসমূহে বিজ্ঞান বিষয়ে প্রতিযোগিতা ও বিতর্কের আয়োজন করা)।
- সহপাঠীর সাথে সহপাঠীর শিক্ষাকে (Peer Education) উৎসাহিত করা।

**প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দের বক্তব্য:**

**আ ন ম ওয়াহেদুল আলম জুম্মা,** সভাপতি, পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়: তিনি বলেন আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের মধ্যে থেকে কেউ বিজ্ঞানী হতে পারে, তাই আমাদের বিজ্ঞান চর্চা করতেই হবে। তিনি সব ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ জানান। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন সিসিবিভিওর উদ্যোগ ও বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের চলমান কার্যক্রম অগ্রসর হোক বলে মতামত প্রদান করেন।

**মো: আব্দুর রশিদ,** সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামী লীগ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী: তিনি বলেন গোদাগাড়ী উপজেলা বিজ্ঞান শিক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতি তুলে ধরেন।

**সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী,** নিবাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশণ, ঢাকা: তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং সিসিবিভিও-বিএফএফ এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, আজকের আয়োজন বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেকটায় আকর্ষণীয়। তিনি বিএফএফ এর গবেষণা ও তথ্য তুলে ধরেন। বিএফএফ এর কার্যক্রম বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে কাজ করছে তা তুলে ধরেণ। তিনি সরকার ও শিক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান বিজ্ঞান শিক্ষাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য। বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নের চিন্তা ভাবনা জাতীয় পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করার জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে। আগামীতে কিভাবে কার্যক্রম সম্প্রসারিত হতে পারে সে ঘোষনা অদূরে দেয়া যেতে পারে। তিনি ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ ব্যক্ত করে বক্তব্য শেষ করেন।

**মো: সোহেল হোসেন,** উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী: তিনি বক্তব্যের শুরুতে আজকের আলোচনার সভাপতি ও ক্ষুদে বিজ্ঞানী শাহ নেওয়াজকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন গোদাগাড়ীতে ৪,০০০ জন বিজ্ঞান শিক্ষার্থী। মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা-৬৩টি এবং মাদ্রাসা সংখ্যা-৩০টি মোট প্রতিষ্ঠান ৯৩টি। তিনি বলেন শিক্ষার হার বাড়ার কারণ হলো সরকার বিনামূল্যে বই সরবরাহ করছে। তিনি অনুরোধ করেন শুধু ২০টি প্রতিষ্ঠানে নয়, গোটা গোদাগাড়ী উপজেলার ৯৩টি প্রতিষ্ঠানে কাজ করার জন্য বলেন। "মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়ন করার জন্য সিসিবিভিও-বিএফএফকে ধন্যবাদ জানান।

**মো: আব্দুল মজিদ,** মেয়র, কাকনহাট পৌরসভা, গোদাগাড়ী উপজেলা: তিনি বলেন এই ধরণের বিজ্ঞান মেলা গোদাগাড়ী উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে আয়োজনের জন্য অনুরোধ করেন। শেখ হাসনার ডিজিটাল বাংলাদেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়কে এ ধরণের আয়োজনের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান।

**মো.আব্দুস সামাদ মন্ডল**, ভাইস প্রিন্সিপাল, টিটি কলেজ, রাজশাহী: তিনি বলেন এখন গোদাগাড়ীর মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার আগ্রহ বেড়েছে। তিনি কবি নজরুলের একটি উক্তি বলেন " বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখন বসে বিড়ি তামাকের ধুয়া খঁজছি।" তিনি বলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এখন গুছিয়ে কথা বলতে শিখেছে। তিনি বলেন " আমি গোদাগাড়ীর ২০টি বিদ্যালয় ঘুরে দেখেছি। আগামীতে এই শিক্ষার্থীরাই গোদাগাড়ীর নেতৃত্ব দিবে।" তিনি কুসুম কুমারী দাস ও জীবনান্দ দাসের মত বলেন,"আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।"

## প্রধান অতিথির অভিভাষণ:

**আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধুরী,** এম.পি.রাজশাহী-১, গোদাগাড়ী-তানোর: তিনি "সিসিবিভিও-বিএফএফ আন্ত:স্কুল বিজ্ঞান-২০১৪" এর সাথে জড়িত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জানান। বিজ্ঞান বিশেষ জ্ঞান উলে- খ করে বলেন বিশ্বের বড় বড় বিজ্ঞানীদের অনেকে পাগল বলতো কিন্তু তাদের দ্বারা সারা বিশ্বের মানুষ উপকৃত হয়েছে। তিনি আইন স্টাইনের উদাহরণ দিয়ে বিড়ালের গল্প বলেন। মাত্র ৫০ টাকা দিয়েই লেখা-পড়ার জন্য ল্যাবরেটরী করা যায়-জনাব সামাদ মন্ডলকে "নব্য আইন স্টাইন হিসাবে বিজ্ঞানের বিপ- ব ঘটতে পারে।"
বিজ্ঞান যখন বিশ্বেষ জ্ঞান, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তখন এই জ্ঞান ধারণ করলে জীবনে কোন মানুষ ঠগবে না। বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো হলে বিজ্ঞান প্রসার লাভ করবে। সহযোগী সংস্থা সিসিবিভিও এবং বিএফএফ কে ধন্যবাদ জানান। " এই শীতে বিজ্ঞান ও বই মেলার আয়োজন করা যায় কি না তা সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরের সাথে আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।"

## সভাপতির বক্তব্য:

**শাহ নেওয়াজ,** সভাপতি, "সিসিবিভিও-বিএফএফ আন্ত:স্কুল বিজ্ঞান-২০১৪: তার বক্তব্যে বলেন, অতিথীবৃন্দ, শিক্ষকমহাদয়, অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় সমূহ, অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী, দর্শনার্থী ও সহযোগী সংগঠন সবায়কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সালাম জানায়। আজকের এই বিজ্ঞান মেলা আয়োজনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ক্লাবসমূহ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা সিসিবিভিও এবং সহায়তাকারী সংস্থা বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন ও স্থানীয় দাতা ও সহায়তাকারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান, কারণ তাদের সহায়তা ছাড়া এই মেলা আয়োজন করা সম্ভব হত না। আমি কখনও বিজ্ঞান মেলা দেখিনি বা কোন বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করিনি। সবার কাছে অনুরোধ থাকবে আমরা যেন প্রতিবছর এই রকম বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করতে পারি এই আকাংখাকে সামনে রেখে তিনি আলোচনা পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

## দুপরের খাবার বিরতি:

সভাপতির বক্তব্যের পর সকল অংশগ্রহণকারী ও অতিথীবৃন্দ দুপুরের খাবারের বিরতিতে যান।

## সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান:

অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ও স্থানীয় "সা সুরসপ্তক" নামের একটি সংগঠন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। তারা বিজ্ঞানভিত্তিক নাচ, গান, গম্ভীরা পরিবেশন করে।

## মেলার প্রজেক্ট মূল্যায়ন:

প্রজেক্ট মূল্যায়ন কমিটি:

| ক্র নং | নাম | পদবী | প্রতিষ্ঠানের নাম |
|---|---|---|---|
| ১ | মো: সাবিয়ার রহমান | সাবেক প্রধান শিক্ষক | পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয় |
| ২ | আতাউল গণী মো: রমজান আলী | প্রভাষক, পদার্থ বিদ্যা | শহীদ মামুন মাহমুদ পুলিশ লাইন স্কুল এন্ড কলেজ |
| ৩ | মো: মনিরুল ইসলাম | সহ: শিক্ষক(বিএসসি | মহিশালবাড়ী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় |

নির্দিষ্ট ফরমের ভিত্তিতে মূল্যায়ন কমিটি প্রজেক্ট গুলোকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করেন। এক্ষেত্রে বিচারকগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করেন তাহলো ডেকোরেশন, সৃজনশীলতা, গুণগত মান, বাস্তবতা ও উপস্থাপন দক্ষতা।

| বিজ্ঞান ক্লাবের নাম | বিদ্যালয়ের নাম | প্রজেক্টের নাম | স্থান |
|---|---|---|---|
| পিএইচ এস বিজ্ঞান ক্লাব | পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয় | রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি ব্যাখ্যা | প্রথম |
| সবুজ সংঘ বিজ্ঞান ক্লাব | কাকনহাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় | সাব মেরিন জাহাজের প্রযুক্তি | দ্বিতীয় |
| দিগন্ত প্রসারী বিজ্ঞান ক্লাব | প্রেমতলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | গি- সারিনের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা | তৃতীয় |

**শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মূল্যায়ন:** প্রকল্পভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকে ১টি প্রতিষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করার জন্য মূল্যায়নের কাজটি করেন রাজশাহী টিটি কলেজের উপাধ্যক্ষ জনাব আব্দুস সামাদ মন্ডল। তিনি ২০টি বিদ্যালয়ে গিয়ে তার ল্যাবরেটরীর অবস্থা, ইহা ব্যবহার করে কি না, বিজ্ঞান শিক্ষার পরিবেশ কেমন, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকান্ডে বিজ্ঞান ক্লাবের ভূমিকা ও মেলায় স্টলের সার্বিক দিক বিবেচনা করে পালপুর উচ্চ বিদ্যালয়কে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় নির্বাচন করেন।

**পুরস্কার বিতরনী ও সমাপনী:**
পুরস্কার বিতরণী পর্বে উপস্থিত সকল প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ মহাদয়কে মঞ্চে আসার জন্য বলা হয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিসিবিভিওর নির্বাহী প্রধান সারওয়ার-ই-কামাল।

**সার্বিক সহায়তা:** সিসিবিভিও-বিএফএফ আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা-২০১৪ তে সার্বিক সহায়তা করার জন্য সিসিবিভিওর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা পুরস্কার:

- জনাব আ ন ম ওয়াহেদুল আলম জুম্মা, সভাপতি, পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়।
- জনাব মো: তাজমিলুর রহমান, সদস্য, পরিচালনা কমিটি, পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়।
- জনাব মকবুল হোসেন, সদস্য, পরিচালনা কমিটি, পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়।
- জনাব শামশুল আলম, সদস্য, পরিচালনা কমিটি, পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়।
- জনাব মোজাম্মেল হক, সদস্য, পরিচালনা কমিটি, পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়।
- জনাব মোসা: তারিফুন্নেসা, মহিলা সদস্য, পরিচালনা কমিটি, পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়।

**প্রজেক্ট মূল্যায়ন:** প্রজেক্ট মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের মেলা কমিটির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা পুরস্কার:

- জনাব মো: সাবিয়ার রহমান।
- জনাব আতাউল গণী মো: রমজান আলী।
- জনাব মো: মনিরুল ইসলাম।

**শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মূল্যায়ন:** প্রকল্পভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকে ১টি প্রতিষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করার জন্য মূল্যায়নের কাজটি করেন রাজশাহী টিটি কলেজের উপাধ্যক্ষ জনাব আব্দুস সামাদ মন্ডল। শুভেচ্ছা পুরস্কার।

**শুভেচ্ছা স্মারক:** মেলায় অংশগ্রহকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য শুভেচ্ছা স্মারক। পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

| ক্র নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | বিজ্ঞান ক্লাবের নাম |
|---|---|---|
| ১. | গোদাগাড়ী স্কুল এন্ড কলেজ | আদর্শ বিজ্ঞান ক্লাব |
| ২. | ভাটোপাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | নতুন কুঁড়ি বিজ্ঞান ক্লাব |
| ৩. | পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয় | পি.এইচ.এস বিজ্ঞান ক্লাব |
| ৪. | উত্তরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | প্রযুক্তি বিজ্ঞান ক্লাব |
| ৫. | প্রেমতলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | দিগন্ত প্রসারী বিজ্ঞান ক্লাব |
| ৬. | প্রেমতলী সুকবাসিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | নিউটন বিজ্ঞান ক্লাব |
| ৭. | বিড়ইল উচ্চ বিদ্যালয় | ডক্টর ওয়াজেদ বিজ্ঞান ক্লাব |
| ৮. | সোনাদিঘী উচ্চ বিদ্যালয় | মুক্তি বিজ্ঞান ক্লাব |
| ৯. | গুনিগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ধুমকেতু বিজ্ঞান ক্লাব |
| ১০. | রাজাবাড়ী হাট উচ্চ বিদ্যালয় | ইউরেকা বিজ্ঞান ক্লাব |
| ১১. | রাজাবাড়ী হাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | গ্যালাক্সী বিজ্ঞান ক্লাব |
| ১২. | বলিয়া ডাইং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় | নিউটন বিজ্ঞান ক্লাব |
| ১৩. | পালপুর উচ্চ বিদ্যালয় | নিহারিকা বিজ্ঞান ক্লাব |
| ১৪. | কদমশহর উচ্চ বিদ্যালয় | অন্বেষন বিজ্ঞান ক্লাব |
| ১৫. | গোগ্রাম স্কুল এন্ড কলেজ | প্রেরণা বিজ্ঞান ক্লাব |
| ১৬. | গোগ্রাম আদর্শ বহুমুখী বালিকা উচ্চ | জাগরণী বিজ্ঞান ক্লাব |
| ১৭. | আই হাই উচ্চ বিদ্যালয় | নিউটন বিজ্ঞান ক্লাব |
| ১৮. | চব্বিশনগর উচ্চ বিদ্যালয় | আইন স্টাইন বিজ্ঞান ক্লাব |
| ১৯. | কাকনহাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় | সবুজ সংঘ বিজ্ঞান ক্লাব |
| ২০. | কাকনহাট ফাজিল মাদ্রাসা | দি স্টারস সংঘ বিজ্ঞান ক্লাব |
| ২১. | মূলকী ডাইং | মূলকী ডাইং কমিউনিটি বিজ্ঞান ক্লাব |
| ২২. | সেখের পাড়া উচ্চ বিদ্যালয় | সেখের পাড়া বিজ্ঞান ক্লাব |
| ২৩ | হরিণবিস্কা উচ্চ বিদ্যালয় | হরিণবিস্কা বিজ্ঞান ক্লাব |
| ২৪. | প্রতিভা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | প্রতিভা বিজ্ঞান ক্লাব |
| ২৫. | পিরিজপুর আলিম মাদ্রাসা | পিরিজপুর আলিম মাদ্রাসা বিজ্ঞান ক্লাব |

**প্রজেক্ট মূল্যায়ন:** মূল্যায়ন কমিটির মূল্যায়নের ভিত্তিতে মেলার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণী প্রজেক্ট মূল্যায়ন করা হয়:

- তৃতীয় স্থান: প্রতিষ্ঠানের নাম প্রেমতলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।
- দ্বিতীয় স্থান: প্রতিষ্ঠানের নাম কাকনহাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।
- প্রথম স্থান: প্রতিষ্ঠানের নাম পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়।

**শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুরস্কার:** দাতা সংস্থা বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার দেন।

- শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম: পালপুর উচ্চ বিদ্যালয়।

অত;পর মেলা কমিটির আহবায়ক জনাব মাহফুজুল আলম সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে এই পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

**অতিথিবৃন্দের স্থির চিত্র ও তার পরিচিতি:**

চিত্রঃ ১

চিত্রঃ ২

চিত্রঃ ৩

চিত্রঃ ৪

চিত্রঃ ৫

চিত্রঃ ৬

চিত্রঃ ৭

চিত্রঃ ৮ চিত্রঃ ৯

চিত্রঃ ১০

**চিত্র-১ :** মাহফুজুল আলম, প্রধান শিক্ষক, পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়।

**চিত্র-২ :** মোঃ সারওয়ার-ই-কামাল, সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাহী প্রধান, সিসিবিভিও।

**চিত্র-৩ :** মোঃ নিরাবুল ইসলাম, সমন্বয়কারী, পিএই ই প্রকল্প, সিসিবিভিও।

**চিত্র-৪ :** সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

**চিত্র-৫ :** আব্দুল মজিদ, মেয়র, কাকনহাট পৌর সভা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

**চিত্র-৬ :** মো.আব্দুস সামাদ মন্ডল, ভাইস প্রিন্সিপাল, টিটি কলেজ, রাজশাহী।

**চিত্র-৭ :** মো: সোহেল হোসেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

**চিত্র-৮ :** আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধুরী, এম.পি.রাজশাহী-১ ( গোদাগাড়ী-তানোর)।

চিত্র-৯ : মো: শাহ নেওয়াজ, সভাপতি, পি এইচ এস বিজ্ঞান ক্লাব, পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

**চিত্র-১০ :** শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় পালপুর উচ্চ বিদ্যালয় পুরষ্কার গ্রহণ করছে।

## “সিসিবিভিও-বিএফএফ আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা-২০১৪” মূল্যায়ন:

“সিসিবিভিও-বিএফএফ আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা-২০১৪” বাস্তবায়ন করার পর মূল্যায়ন করা খুবই জরুরী। কারণ মূল্যায়ন না করলে এর সবল, দুর্বল ও পরামর্শের দিক গুলো পাওয়া যায় না। সেই লক্ষ্যে মেলাতে অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকমন্ডলী, অতিথীবৃন্দ, দর্শনার্থী, অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী ও নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নিম্নে মেলার সবল, দুর্বল ও পরামর্শের দিক তুলে ধরা হল:-

**বিজ্ঞান মেলার সবল দিক সমূহ:**

- মেলায় প্রধান অতিথি ও শিক্ষা অফিসের উপস্থিতি।
- স্থানীয়ভাবে অর্থ সংগ্রহণ।
- স্টলের ডেকোরেশন, স্টেজ ও প্যান্ডেল আকর্ষণীয় ছিল।
- অংশগ্রহণকারীদের মেলায় অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফূর্ত ছিল।
- উপস্থাপিত প্রজেক্টগুলো আকর্ষণীয় ছিল।
- অধিকাংশ প্রজেক্ট পাঠ্য বইয়ের সাথে সম্পর্কিত এবং পড়ে থাকা ও স্বল্প মূল্যের উপকরণ দিয়ে তৈরি ।
- ছাত্র-ছাত্রীদের প্রজেক্ট উপস্থাপনা ভাল ছিল।
- মেলায় র‍্যালীর ধারণা প্রশংসা করার মত ছিল।
- ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে অনুষ্ঠান পরিচালনা ও সভাপতিত্ব করার বিষয়টি চমৎকার ছিল।
- বিভিন্ন মিডিয়ার উপস্থিতি।
- খাবারের মান ভাল।
- মেলার ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সহায়ক দলের ভূমিকা খুব ভালো ছিল।
- বিজ্ঞান ভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মেলাকে সমৃদ্ধ করেছে।

**বিজ্ঞান মেলার দুর্বল দিক সমূহঃ**

- র‍্যালীতে বাদ্যযন্ত্র ছিল না।
- সৃজনশীল ও প্রজেক্ট সংখ্যা কম।
- কিছু বিদ্যালয় সময়মত উপস্থিত না হওয়া।

**বিজ্ঞান মেলার পরামর্শ বা সুপারিশঃ**

- মেলা শেষে উপস্থিত প্রধান শিক্ষক, বিজ্ঞান শিক্ষক ও বিজ্ঞান ক্লাবের প্রতিনিধিদের নিয়ে অল্প সময়ের জন্য মেলা সম্পর্কে আলোচনা করা।
- র‍্যালীতে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবস্থা করা।
- প্রতিটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মঞ্চে কথা বলার সুযোগ থাকা দরকার।
- পাঠ্য বইয়ের পরিক্ষণগুলোকে বাস্তবে প্রয়োগের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

# পেপার কাটিং

The New Nation
Dhaka, Monday, December 1, 2014 13

## Science-minded young generation can take Bangladesh forward

BSS, *Rajshahi*

Speakers at the inaugural session of a daylong inter-school science fair have said substantial and sustainable boosting the number of science-minded students has become indispensable for flourishing the sector of information and communication technology.

They viewed there is no way but to wide-ranging promotion of the science and technology sector to take forward the nation successfully.

Center for Capacity Building of Voluntary Organization (CCBVO) and Bangladesh Freedom Foundation (BFF) jointly organized the fair on Pirijpur High School Playground under Godagari Upazila of the district on Saturday. Science Education Development in Secondary Schools Project supported the fair.

More than 25 schools and science clubs took part in the fair displaying their scientific and ICT innovations. Main thrust of the fair was to encourage the young scientists alongside flourishing their innovative talents and building a science minded nation.

Omor Faruque Chowdhury, MP, addressed the session as chief guest with Shah Nawaj, President of PHS Science Club, in the chair. BFF Executive Director Sazzadur Rahman Chowdhury, Vice Principal of Rajshahi Teachers Training College Prof Abdus Samad Mondal, Mayor of Kakonhat Pourasava Abdul Mazid and CCBVO General Secretary Sarwar-E-Kamal spoke as special guests.

Lawmaker Faruque Chowdhury referred to various aspects of expanding science education towards doorsteps of both rural and urban students and said there is no alternative to acquiring scientific knowledge to devise ways and means how to make the nation technologically advanced.

"To build science-minded atmosphere: Technology is only the way of progress" should be our main slogan, he said.

He viewed that the nation needs creation of a more science- minded workforce to enrich the sectors of scientific research and information and communication technologies to meet its gradually increasing demand.

Later on, they visited the stalls and urged upon the participants to disseminate the innovation among others as well as the students properly so that they could be built as science-minded from beginning of their life.

News Published
Page # 13
column # 6-8

theindependent
DHAKA, MONDAY DECEMBER 1, 2014

## Young generation urged to take country forward

**RAJSHAHI:** Speakers at the inaugural session of a daylong inter-school science fair have said substantial and sustainable boosting the number of science-minded students has become indispensable for flourishing the sector of information and communication technology, reports BSS.

They viewed there is no way but to wide-ranging promotion of the science and technology sector to take forward the nation successfully.

Centre for Capacity Building of Voluntary Organisation (CCBVO) and Bangladesh Freedom Foundation (BFF) jointly organised the fair on Pirijpur High School Playground under Godagari Upazila of the district on Saturday. Science Education Development in Secondary Schools Project supported the fair. More than 25 schools and science clubs took part in the fair displaying their scientific and ICT innovations. Main thrust of the fair was to encourage the young scientists alongside flourishing their innovative talents and building a science minded nation.

Omor Faruque Chowdhury, MP, addressed the session as chief guest with Shah Nawaj, President of PHS Science Club, in the chair. BFF Executive Director Sazzadur Rahman Chowdhury, Vice Principal of Rajshahi Teachers Training College Abdus Samad Mondal, Mayor of Kakonhat Pourasava Abdul Mazid and CCBVO General Secretary Sarwar-E-Kamal spoke as special guests.

Lawmaker Faruque Chowdhury referred to various aspects of expanding science education towards doorsteps of both rural and urban students and said there is no alternative to acquiring scientific knowledge to devise ways and means how to make the nation technologically advanced.

"To build science-minded atmosphere: Technology is only the way of progress" should be our main slogan, he said.

He viewed that the nation needs creation of a more science- minded workforce to enrich the sectors of scientific research and information and communication technologies to meet its gradually increasing demand.

Later on, they visited the stalls and urged upon the participants to disseminate the innovation among others as well as the students properly so that they could be built as science-minded from beginning of their life.

News Published
Page # 4
column # 5,6

# সোনার দেশ

রোববার, ৩০ নভেম্বর ২০১৪, ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২১, ৭ সফর ১৪৩৬

বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করেন সাংসদ ওমর ফারুক চৌধুরী ● সোনার দেশ

## গোদাগাড়ীতে আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত

● গোদাগাড়ী প্রতিনিধি

দেশের উন্নয়নে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সৎ ও নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মীর প্রয়োজন। ঠিক একইভাবে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে প্রয়োজন বিজ্ঞানমনস্ক দক্ষ কর্মীর। তাই দারিদ্র্য দূর করতে বিজ্ঞান শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এই বিজ্ঞান মেলা সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। গোদাগাড়ীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশু-কিশোর, ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিযোগিতা করে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। গতকাল শনিবার গোদাগাড়ীর পিরিজপুর উচ্চবিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধনকালে রাজশাহী-১ আসনের সাংসদ ওমর ফারুক চৌধুরী এসব কথা বলেন।

তিনি মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন সাধনে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার উপজেলার সব বিদ্যালয়ে ছড়িয়ে দেবার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও দাতা সংস্থার প্রতি আহ্বান জানান।

'বিজ্ঞান মনস্ক পরিবেশ গড়ি--বিজ্ঞান ভীতি দূর করি' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে এ বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এর আয়োজন করে পিরিজপুর উচ্চবিদ্যালয়। সহযোগিতা করে সিসিবিভিও এবং ফ্রিডম ফাউন্ডেশন ঢাকা। এ মেলায় উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের ২৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের বিজ্ঞান ক্লাবের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা অংশগ্রহণ করেন। এর আগে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর মেলার দ্বিতীয় পর্বে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন, পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পিএইচএস বিজ্ঞান ক্লাবের সভাপতি মো. শাহনেওয়াজ। স্বাগত বক্তব্য দেন, বিজ্ঞান মেলা আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ও পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহফুজ আলম তোতা ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা সিসিবিভিও'র সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার-ই-কামাল স্বপন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের ওপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন, সিসিবিভিওর প্রকল্প সমন্বয়কারী নিরাবুল ইসলাম নিরব। বিশেষ অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী, টিটি কলেজ রাজশাহীর উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুস সামাদ মন্ডল, কাকনহাট পৌরসভার মেয়র আবদুল মজিদ প্রমুখ।

তৃতীয় পর্বে অতিথিরা মেলায় আগত ২৫টি বিজ্ঞান স্টল পরিদর্শন করেন। এরপর অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ও স্থানীয় 'সা সুরসপ্তক' নামের একটি সংগঠন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। পরে অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান স্টলকে শুভেচ্ছা স্মারক বিতরণসহ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। স্টল প্রদর্শণীতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে পিরিজপুর

---

# দৈনিক নতুন প্রভাত

THE NATUN PROVAT

রাজশাহী ॥ রোববার ॥ ৩০ নভেম্বর ২০১৪

গতকাল পিরিজপুর হাই স্কুল মাঠে আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করেন রাজশাহী-১ আসনের সংসদ সদস্য ওমর ফারুক চৌধুরী।

## পিরিজপুর হাইস্কুল মাঠে বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার

দেশের উন্নয়নে যেমন প্রয়োজন স্বাধীনতার সপক্ষের সৎ ও নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মীর, ঠিক তেমনি দেশের সার্বিক দারিদ্র্য বিমোচনে প্রয়োজন বিজ্ঞান মনস্ক দক্ষ কর্মীর। তাই দারিদ্র্য দূর করতে বিজ্ঞান শিক্ষার কোন বিকল্প নাই। অদূর ভবিষ্যতে গোদাগাড়ী উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের শিশু-কিশোর, ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিযোগিতা করে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। গতকাল শনিবার রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার পিরিজপুর উচ্চ

(বাকী অংশ ২-এর পাতায় ৬-এর কলাম ⊕)

### পিরিজপুর হাইস্কুল মাঠে

(শেষের পাতার ২-এর কলাম-এর পর)

বিদ্যালয় মাঠে আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধনীকালে প্রধান অতিথি রাজশাহী ১ আসনের সাংসদ আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধুরী এ কথা বলেন।

আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা আয়োজক কমিটির পক্ষে পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের আয়োজনে এবং সিসিবিভিও-রাজশাহী ও বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন, ঢাকার

সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান মেলায় উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের ২৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের বিজ্ঞান ক্লাবের ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকবৃন্দের অংশগ্রহণ করে মেলাতে।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পিএইচএস বিজ্ঞান ক্লাবের সভাপতি মোঃ শাহ্ নেওয়াজ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান মেলা আয়োজক কমিটি আহবায়ক ও পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহফুজ আলম তোতা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা সিসিবিভিও'র সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার-ই-কামাল স্বপন, সিসিবিভিও'র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা উপস্থাপন করেন প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ নিরাবুল ইসলাম নিরব।

বিশেষ অতিথি ছিলেন ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ড. মুসফিক আহমেদ, গোদাগাড়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) আলমগীর কবির, নুর হামীম রিজভী (বীরপ্রতীক) রাজশাহী টি.টি কলেজের উপাধ্যক্ষ আব্দুস সামাদ মন্ডল, গোদাগাড়ী উপজেলা মধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সোহেল হোসেন, বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন ঢাকার নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী, রাজশাহী সিসিবিভিওর সভাপতি এ এম এম আরিফুল হক কুমার, কাকনহাট পৌরসভার মেয়র আব্দুল মজিদ, পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি ও গোদাগাড়ী প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আ.ন.ম ওয়াহেদুল আলম ঝুম্মা, গোদাগাড়ী উপজেলার আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ।

প্রযুক্তি উদ্ভাবনে প্রথম হয়েছে পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয় বিজ্ঞান ক্লাব, দ্বিতীয় হয়েছে কাকনহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় বিজ্ঞান ক্লাব এবং তৃতীয় হয়েছে প্রেমতলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় বিজ্ঞান ক্লাব। শ্রেষ্ঠ স্কুল ল্যাবরোটরি নির্বচিত হয়েছে পালপুর উচ্চ বিদ্যালয়।

---

# দৈনিক সানশাইন

THE DAILY SUNSHINE

রাজশাহী ॥ রোববার, ৩০ নভেম্বর ২০১৪

গতকাল গোদাগাড়ীতে অনুষ্ঠিত আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী ওমর ফারুক চৌধুরী এমপি — প্রতিনিধি

### গোদাগাড়ীতে সাবেক প্রতিমন্ত্রী ফারুক চৌধুরী

## তথ্য প্রযুক্তিতে আমাদের প্রজন্ম বিশ্ব জয় করবে

প্রেমতলী প্রতিনিধিঃ সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধুরী বলেন, তথ্য প্রযুক্তিতে সারা বিশ্ব আজ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদেরও এগোতে হবে একই লক্ষ্য নিয়ে। কারণ তথ্য প্রযুক্তিই আমাদের দেশকে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ করে দেবে। তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে গোদাগাড়ীতে আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে বর্তমান সরকার ব্যাপক কাজ করেযাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় এ প্রযুক্তিতে দেশে বিপ্লব ঘটাবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমাদের নতুন প্রজন্মকে দিয়ে তিনি এ বিপ্লব ঘটাবার কাজ শুরু করেছেন।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ চিরদিন উন্নয়নে বিশ্বাস করে। সরকারে আওয়ামী লীগ থাকলে দেশের উন্নয়ন হয়। আপনাদের সবসময় আওয়ামী লীগ সরকারের পাশে থাকতে হবে।

(২ এর পাতায় ৭ এর কলামে দেখুন)

### তথ্য প্রযুক্তিতে আমাদের

'বিজ্ঞান মনস্ক পরিবেশ গড়ি, বিজ্ঞান ভীতি দুর করি' স্লোগান নিয়ে গোদাগাড়ী উপজেলার পিরিজপুর ফুটবল মাঠে পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের আয়োজনে এক দিনের আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাবেক প্রতিমন্ত্রী ফারুক চৌধুরী এ মেলার উদ্বোধন করেন। সেন্টার ফর ক্যাপাসিটি বিলডিং অফ ভলেন্টারী অরগানাইজেশন্স (সিসিবিভিও) রাজশাহী ও বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন (বিএফএফ) ঢাকার সহায়তায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এ বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এই মেলায় মোট চব্বিশটি মাধ্যমিক স্কুলের বিজ্ঞান ক্লাব অংশ গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক স্কুলের ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের ক্ষুদ্র অবিস্কারগুলো তুলে ধরতে নিজ নিজ বিদ্যালয় নিজ নিজ স্টলে তাদের নিজস্ব প্রযুক্তি নিয়ে হাজির হন। এ মেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীসহ বিজ্ঞান অনুরাগীরা উপস্থিত হয়ে ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো পরিদর্শন করে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ড. মুসফিক আহমেদ, গোদাগাড়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) আলমগীর কবির, বীরপ্রতীক নুর হামীম রিজভী, রাজশাহী টি.টি কলেজের উপাধ্যক্ষ আব্দুস সামাদ মন্ডল, গোদাগাড়ী উপজেলা মধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সোহেল হোসেন, বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন ঢাকার নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী, রাজশাহী সিসিবিভিওর সভাপতি আরিফুল হক কুমার, কাকনহাট পৌরসভার মেয়র আব্দুল মজিদ, গোদাগাড়ী উপজেলার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ, পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহফুজুল আলম, পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি আ.ন.ম ওয়াহেদুল আলম জুম্মা।

প্রযুক্তি উদ্ভাবনে প্রথম হয়েছে পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয় বিজ্ঞান ক্লাব, দ্বিতীয় হয়েছে কাকনহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় বিজ্ঞান ক্লাব এবং তৃতীয় হয়েছে প্রেমতলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় বিজ্ঞান ক্লাব। শ্রেষ্ঠ স্কুল ল্যাবরেটরি নির্বচিত হয়েছে পালপুর উচ্চ বিদ্যালয়।